যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ইতি ॥

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন! যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে সেই সেই দেবতাকে উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই উপাসনা করে। যেহেতু সেই দেবতা আমারই বিভূতিস্বরূপ অথবা অন্তর্য্যামি ভাবে সেই সেই দেবতার মধ্যে আমিই বর্ত্তমান আছি। কিন্তু যে প্রকারে আমাকে উপাসনা করিলে মোক্ষলাভ হয়, সেই উপায়ে উপাসনা করে না। অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের উপাসনা করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইতে পারে, কিন্তু বিষ্ণুর উপাসনা ভিন্ন মুক্তিলাভ হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—"অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তি। শ্রীধরস্বামীপাদও "মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা" অর্থাৎ যে উপায়ে উপাসনা করিলে মুক্তি পাওয়া যায়, সেই বিধিটি উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্চ্চন করিয়া থাকে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমাকে উপাসনা না করিলে মুক্তি না পাইবার কারণ এই যে, আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং কর্ম্মফলদাতা ও কর্ম্মে প্রবৃত্তির নিয়ামক প্রভু। যথাযথ স্বরূপে আমাকে না জানাতেই সেই সেই দেবতান্তরের উপাসকগণ পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা হয় যে যে দেবতার উপাসনা করিবে, তাহারা সেই সেই দেবলোকে যাইয়া থাকে। পিতৃপুরুষের উপাসকগণ পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে, আর ভূতগণের উপাসনা করিয়া প্রেতলোকেই গমন করিয়া থাকে। যাঁহারা কেবল আমাকেই উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবদগীতায় এই সকল প্রমাণে স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের উপাসনায় যে ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না, উহা স্পষ্টরূপেই দেখান হইয়াছে। অতএব, শ্রীভগবৎপ্রিয়ত্ব রূপেই দেবতান্তরের উপাসনা করিলে কোন কোন বিষয়ে গুণও হইয়া থাকে। অবজ্ঞা করিলে কিন্তু দোষই হইবে—এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৩ অধ্যায়ে যেমন "শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দামন্যত্র চাপিহি" ভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা রাখিবে —অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করিবে না। এইরূপ প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের উপদেশের মত শ্রীবিষ্ণুতে আদরবিশেষ রাখিবে, কিন্তু দেবতান্তরের নিন্দা করিবে না।